প্রফেসর ডঃ মোঃ আব্দুল্লাহেল বাকী

সূরা ইয়াসীন এর তাজবিদসহ মাসহাফ এবং
বাংলা উচ্চারণ, অনুবাদ ও শব্দার্থ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الحمد لله رب العلمين والصلوة والسلم على رسوله محمد واله واصحابه اجمعين والعاقبة للمتقين

ইয়াসীন

সূরা ইয়াসীনের তাজবীদসহ মাসহাফ এবং
বাংলা উচ্চারণ, অনুবাদ ও শব্দার্থ

প্রফেসর ড. মো: আব্দুল্লাহেল বাকী

কুরআন শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

সূরা ইয়াসীন
সূরা ইয়াসীনের তাজবীদসহ মাসহাফ এবং
বাংলা উচ্চারণ, অনুবাদ ও শব্দার্থ

অনুবাদ:
ড. মোঃ আব্দুল্লাহেল বাকী

প্রকাশক:
জাহিদুর রহমান
কুরআন শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
১/৯ জালেশ্বর, ব্লক বি, (রেডিও কলোনী) সাভার, ঢাকা। ফোন: ৭৭৪৩৬৩৫

প্রথম প্রকাশ: ২০০০
দ্বিতীয় সংস্করণ: জুলাই ২০১৩

প্রাপ্তিস্থান :
কুরআন শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ৫৯/৯ জালেশ্বর, সাভার, ঢাকা। ফোন: ৭৭৪৩৬৩৫
ভেকটোরাস, ৩/৪-এ, পুরানা পল্টন, ৬ষ্ঠ তলা, রুম নং-৬০৩, ঢাকা। ফোন: ০১৫৫৩৫৪০৩৯৪
জেনেসিস, ৭৩ সিদ্ধেশ্বরী রোড, রমনা, ঢাকা। ফোন: ৯৩৪৮১৬৯, ৯৩৩৪৬০৮, ০১৫৫৫৩৩৩৭৭৭
ঠান্ডা গরম, রাজলক্ষী কমপ্লেক্স, উত্তরা, ফোন: ৮৯৫৬৯৪, ৮৯৫৫৬৯৫
চিকেন কিং, সাত মসজিদ রোড, ধানমন্ডি, ফোন: ৯৬৬৯৬৮৯, ৮৬২০৭৫১

শব্দ বিন্যাস এবং পৃষ্ঠা অলংকরণ :
ভেকটোরাস

মুদ্রণ:
জেনেসিস

SURA YASEEN Translation: Dr. Md. Abdullahel Baqui. Published by Zahidur Rahman, Quran Teaching Research and Training Center, 1/9, Jaleshwar, Block-B (Radio Colony) Savar, Dhaka, Bangladesh. Tel: 7743635, Second Edition, July 2013. Printed by Genesis, 73 Siddeshwari Road, Ramna, Dhaka, Bangladesh.

মূল্য: ৮০.০০ টাকা মাত্র
US$ 10.00

ভূমিকা

আমার একান্ত সুমহান প্রতিপালক আল্লাহ তায়ালার সীমাহীন অনুগ্রহে কুরআনের শব্দার্থ লিখার অংশ হিসেবে ২০০০ সালে মুসলিম জনগোষ্ঠীর মধ্যে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত সূরা ইয়াসীন ও সূরা রহমান দিয়ে শব্দার্থ-২ প্রকাশ করেছিলাম। নাবা-বায়্যিনাহ দিয়ে শব্দার্থ-৩ এবং তাওবা দিয়ে শব্দার্থ-৪ প্রকাশের পর শব্দার্থ লেখার কাজে ছেদ পড়ে। মাঠ পর্যায়ে কুরআন শিক্ষা, নামায বিশুদ্ধকরণ কর্মশালা, রমযান প্রস্তুতি ও পরিকল্পনা সভা এবং হজ্জ প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে ব্যাপকভাবে জড়িত হওয়ায় সত্যিকার অর্থে লেখালেখির কাজ বন্ধই হয়ে যায়।

জেনেসিসের জাহিদুর রহমান বেশ কয়েকবার তাগিদ দিয়েছেন বইটি পুনঃপ্রকাশের জন্য। এ বছর রমযান সামনে আসায় তিনি নিজেই ভেকটোরাসের আতিকুর রহমানকে নিয়ে সম্পূর্ণ নতুনভাবে সূরা ইয়াসীনর শব্দার্থ পৃষ্ঠাবিন্যাস করে ফেলেন।

জাহিদুর রহমানের সুনাম আছে একজন সফল প্রিন্টিং ব্যবসায়ী হিসেবে। আমার লেখা নামায শিক্ষা সহায়িকা ও ব্যাপকভাবে দেশ-বিদেশে সমাদৃত হয়েছে। এ বইটির প্রকাশনা বৈশিষ্ট্যের সবটুকু জাহিদ ভাইয়ের চিন্তা ও প্রচেষ্টার ফসল। তাজবীদের ৭টি দিক - ইখফা, ইদগাম, ক্বালব, ইদগাম মীম সাকিন, গুন্না, ক্বলক্বলা ও ইখফা মীম সাকিনকে ৭টি রং এর মাধ্যমে চিহ্নিত করা হয়েছে। (এ বিষয়ে বইটির শেষ পৃষ্ঠায় তাজবীদের রং-এর ব্যবহার এবং পঠন পদ্ধতি উল্লেখ করা হয়েছে)

মূল আরবীতে চলন অক্ষুন্ন রেখে পাশাপাশি পৃষ্ঠায় উচ্চারণ ও অনুবাদ দৃশ্যমান করা হয়েছে। এতে পাঠক তার আরবী পাঠের ধারাবাহিকতা রাখতে পারবেন। আবার প্রয়োজনে তিনি উচ্চারণ ও অনুবাদও সহজেই পড়তে পারবেন।

প্রথম পৃষ্ঠায় যে আয়াতগুলি দেওয়া হয়েছে পরের দু পৃষ্ঠায় উপরে আরবী এবং নিচে বাংলা শব্দার্থ সে আয়াতগুলি দিয়ে সাজানো হয়েছে।

আরবী ভাষায় কখনও কখনও কোন শব্দ দু তিন শব্দ সমন্বয়েও গঠিত হয়। সেক্ষেত্রে রং এর যে ভিন্নতা সেটা তাজবীদের রং নয়, সেটা শব্দ ভিন্নতার রং। এর ফলে পাঠকের কাছে অনেকগুলি বিষয় একইসাথে সহজ ও আকর্ষণীয়ভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

যেমন- তাজবীদসহ আরবী, বাংলা উচ্চারণ, বাংলা অনুবাদ, বাংলা শব্দার্থ, আরবী শব্দের মধ্যে শব্দের ভিন্নতা।

বাংলাদেশে সম্ভবত এটাই এ ধরনের প্রথম উদ্যোগ। এ পদ্ধতি পাঠককে ধীরে ধীরে কুরআনের ভাষা সম্বন্ধে অনেক গভীরে প্রবেশ করতে সাহায্য করবে। শব্দের অর্থ বুঝার ব্যাপারেও এটা খুবই সহযোগী হবে।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কুরআনের শব্দার্থ প্রকাশে আমার গাফলতি ও দুর্বলতাকে ক্ষমা করুন। এ বইটির মাধ্যমে যে পুনঃসূচনা হলো তা কবুল করুন এবং এ সূত্র ধরে আগের চেয়ে আরো সুন্দর কার্যকরীভাবে গোটা কুরআনের শব্দার্থ অতি দ্রুত প্রকাশ করতে সাহায্য করুন।

প্রফেসর ড. মোঃ আব্দুল্লাহেল বাকী
জুলাই ২০১৩

সূরা ইয়াসীন - মক্কী
রুকু সংখ্যা ৫ - আয়াত সংখ্যা ৮৩

দয়াময় মেহেরবান আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

১.	ইয়াসীন।	○ ইয়া-ছী~ন্।
২.	শপথ বিজ্ঞানময় কুরআনের।	○ ওয়াল্ কুরআ-নিল্ হাকীম।
৩.	নিশ্চয়ই আপনি রাসূলগণের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত।	○ ইন্নাকা লামিনাল্ মুর্‌ছালীন।
৪.	সঠিক পথের উপরে প্রতিষ্ঠিত।	○ 'আলা-সিরাতিম্ মুছ্‌তাকীম।
৫.	মহাপরাক্রমশালী দয়াময় অবতীর্ণ করেছেন।	○ তাংঝীলাল্ 'আঝীঝির রাহীম।
৬.	যেন আপনি সতর্ক করেন এমন জাতিকে যাদের বাপ-দাদারা তাদেরকে সতর্ক করেনি ফলে তারা গাফিল হয়েছে।	○ লিতুংযিরা কাওমাম্মাদ উংযিরা আ-বা~উহুম্ ফাহুম গা-ফিলূন।
৭.	তাদের অধিকাংশের ব্যাপারে এ কথা অবশ্যই সত্য যে তারা বিশ্বাস স্থাপন করবে না।	○ লাকাদ হাক্কাল্ কাওলু 'আলা আক্‌ছারিহিম্ ফাহুম্ লা-ইউ'মিনূন।
৮.	নিশ্চয় আমি তাদের গর্দানে বেড়ী পড়িয়েছি যা তাদের চিবুক পর্যন্ত বিস্তৃত ফলে তারা উর্ধ্বমুখী।	○ ইন্না- জা'আল্‌না-ফী আ'না-কিহিম্ আগ্‌লা-লাং ফাহিয়া ইলাল্ আযকা-নি ফাহুম্ মুকমাহূন।
৯.	এবং আমি তাদের সামনে ও পিছনে পর্দা স্থাপন করেছি অতঃপর তাদেরকে ঢেকে দিয়েছি ফলে তারা দেখে না।	○ ওয়া জা'আল্‌না- মিম্ বাইনি আইদীহিম্ ছাদ্দাওঁ ওয়া মিন খাল্‌ফিহিম্ ছাদ্দাং ফাআগশাইনা-হুম্ ফাহুম লা-ইউবসিরূন।

● ইখফাহ ● ঈদগাম ● ক্বালব ● ঈদগাম মীম সাকীন

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

يٰسٓ ﴿١﴾

وَالْقُرْاٰنِ الْحَكِيْمِ ﴿٢﴾

اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿٣﴾

عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿٤﴾

تَنْزِيْلَ الْعَزِيْزِ الرَّحِيْمِ ﴿٥﴾

لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّآ اُنْذِرَ اٰبَآؤُهُمْ فَهُمْ غٰفِلُوْنَ ﴿٦﴾

لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلٰٓى اَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿٧﴾

اِنَّا جَعَلْنَا فِيْٓ اَعْنَاقِهِمْ اَغْلٰلًا فَهِيَ اِلَى الْاَذْقَانِ فَهُمْ مُّقْمَحُوْنَ ﴿٨﴾

وَ جَعَلْنَا مِنْۢ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ سَدًّا وَّ مِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَاَغْشَيْنٰهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُوْنَ ﴿٩﴾

গুন্না   ক্বলক্বলাহ   ইখফাহ মীম সাকীন

يٰسٓ ۚ	۱	وَالْقُرْاٰنِ	الْحَكِيْمِ ۙ	۲
ইয়া সীন	১	এবং/ শপথ কুরআনের	বিজ্ঞানময়/ জ্ঞানগর্ভ	২

اِنَّكَ	لَمِنَ	الْمُرْسَلِيْنَ ۙ	۳
নিশ্চয় আপনি	মধ্যে/অন্তর্ভুক্ত	রাসূলগণ	৩

عَلٰى	صِرَاطٍ	مُّسْتَقِيْمٍ ؕ	۴
উপরে	পথ/রাস্তা	সঠিক	৪

تَنْزِيْلَ	الْعَزِيْزِ	الرَّحِيْمِ ۙ	۵
অবতীর্ণ করেছেন	মহাপরাক্রমশালী	দয়াময়	৫

لِتُنْذِرَ	قَوْمًا	مَّآ	اُنْذِرَ
যেন আপনি ভয় প্রদর্শন/ সতর্ক করেন	সম্প্রদায়/ জাতী/কওম	না	ভয় দেখানো

اٰبَآؤُهُمْ	فَهُمْ	غٰفِلُوْنَ	۶
তাদের বাপ-দাদা/ পূর্ব পুরুষ	ফলে তারা	গাফিল/উদাসীন	৬

لَقَدْ	حَقَّ	الْقَوْلُ	عَلٰٓى
অবশ্য/অবধারিত/ নির্দিষ্ট	সত্য	বর্ণনা/কথা/ বিষয়	উপরে/ব্যাপারে

٧	يُؤْمِنُوْنَ	لَا	فَهُمْ	اَكْثَرِهِمْ
৭	বিশ্বাস করবে/ ঈমান আনবে/ মেনে নেবে	না	সুতরাং তারা	তাদের অধিকাংশ/ বেশীর ভাগ

اَعْنَاقِهِمْ	فِيْٓ	جَعَلْنَا	اِنَّا
তাদের গলদেশে/গর্দানে	মধ্যে	দিয়েছি/ করেছি	নিশ্চয়

الْاَذْقَانِ	اِلَى	فَهِيَ	اَغْلٰلًا
চিবুকদ্বয়	পর্যন্ত	ফলে ইহা	বেড়ী/শৃংখল

مِنْۢ	وَجَعَلْنَا	٨	مُّقْمَحُوْنَ	فَهُمْ
থেকে	এবং দিয়েছি/ করেছি	৮	উর্ধ্বমুখী	ফলে তারা

خَلْفِهِمْ	وَّمِنْ	سَدًّا	اَيْدِيْهِمْ	بَيْنِ
তাদের পেছন	এবং থেকে	প্রাচীর/পর্দা/ আবরণ	তাদের সম্মুখে/ সামনে	মধ্যে

٩	يُبْصِرُوْنَ	لَا	فَهُمْ	فَاَغْشَيْنٰهُمْ	سَدًّا
৯	দেখতে পাওয়া/দেখা	না	ফলে তারা	ফলে তাদেরকে ঢেকে দিয়েছি	প্রাচীর/পর্দা/ আবরণ

১০. এবং আপনি তাদেরকে সতর্ক করুন অথবা না করুন উভয়ই তাদের পক্ষে সমান তারা বিশ্বাস স্থাপন করবে না।

○ ওয়া ছাওয়া~উন্ 'আলাইহিম্ আ আংযারতাহুম্ আম্ লাম্ তুংযিরহুম্ লা-ইউ'মিনূন।

১১. আপনি কেবল তাদেরকেই সতর্ক করতে পারেন যারা উপদেশ মেনে চলে এবং দয়াময়কে না দেখে ভয় করে সুতরাং আপনি তাদেরকে ক্ষমা ও সম্মানজনক পুরস্কারের সুসংবাদ দিন।

○ ইন্নামা- তুংযিরু মানিত্তাবা'আয্যিক্‌রা ওয়া খাশিয়ার্‌রাহমা-না বিল্‌গাইবি (ح) ফাবাশ্‌শির্‌হু বিমাগফিরাতিওঁ ওয়া আজরিং কারীম্।

১২. আমিই মৃতদেরকে জীবিত করি এবং লিপিবদ্ধ করি যা তারা করেছে, আমি প্রত্যেকটি বিষয়ই সুস্পষ্ট কিতাবে সংরক্ষিত করে রেখেছি।

○ ইন্না- নাহনু নুহ্‌য়িল মাওতা- ওয়া নাক্‌তুবু মা-কাদ্দামূ ওয়া আ-ছা-রাহুম (ط) ওয়া কুল্লা শাইয়িন্ আহসাইনা-হু ফী ইমা-মিম্ মুবীন্।

১৩. আপনি তাদের কাছে সেই জনপদের অধিবাসীদের দৃষ্টান্ত বর্ণনা করুন যখন সেখানে রাসূলগণ আগমন করেছিলেন।

○ ওয়াদরিব্ লাহুম্ মাছালান্ আসহা-বাল্ কারইয়াহ (م)। ইয'জা~আহাল্ মুর্‌ছালূন।

১৪. যখন আমি তাদের নিকট দু'জন (রাসূল) প্রেরণ করলাম অতঃপর তারা তাঁদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করল তখন আমি তৃতীয় একজনের মাধ্যমে তাদের শক্তি বৃদ্ধি করলাম, তাঁরা বললেন নিশ্চয় আমরা তোমাদের প্রতি প্রেরিত হয়েছি।

○ ইয্'আর্‌ছালনাদ ইলাইহিমুছ্‌নাইনি ফাকায্যাবূহুমা- ফা'আঝ্‌ঝাঝ্‌না- বিছা-লিছিং ফাকা-লূ ইন্নাদ ইলাইকুম্ মুর্‌ছালূন।

১৫. তারা বলল, তোমরা আমাদের মতই মানুষ বৈতো নও এবং দয়াময় কোন কিছুই প্রেরণ করেননি, তোমরা আসলে মিথ্যা বলছ।

○ কা-লূ মা আংতুম্ ইল্লা- বাশারুম্ মিছ্‌লুনা- (৮) ওয়ামা আংঝালার্‌রাহমা-নু মিংশাইয়িন্ (৮) ইন আংতুম্ ইল্লা- তাক্‌যিবূন।

● ইখফাহ ● ঈদগাম ● ক্বালব ● ঈদগাম মীম সাকীন

وَسَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَاَنْذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿١٠﴾

اِنَّمَا تُنْذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَ خَشِيَ الرَّحْمٰنَ بِالْغَيْبِ ج
فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَّاَجْرٍ كَرِيْمٍ ﴿١١﴾

اِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتٰى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوْا وَاٰثَارَهُمْ ط وَكُلَّ
شَيْءٍ اَحْصَيْنٰهُ فِيْۤ اِمَامٍ مُّبِيْنٍ ﴿١٢﴾

وَ اضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلًا اَصْحٰبَ الْقَرْيَةِ م اِذْ جَآءَهَا
الْمُرْسَلُوْنَ ﴿١٣﴾ ج

اِذْ اَرْسَلْنَآ اِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوْهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوْۤا اِنَّآ
اِلَيْكُمْ مُّرْسَلُوْنَ ﴿١٤﴾

قَالُوْا مَآ اَنْتُمْ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا لا وَمَآ اَنْزَلَ الرَّحْمٰنُ مِنْ شَيْءٍ لا
اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا تَكْذِبُوْنَ ﴿١٥﴾

● গুন্না ● ক্বলক্বলাহ ● ইখফাহ মীম সাকীন

لَمْ	اَمْ	ءَاَنْذَرْتَهُمْ	عَلَيْهِمْ	وَسَوَآءٌ
না	অথবা	যদি আপনি তাদেরকে সাবধান করেন	তাদের জন্য	এবং একই রকম/সমান

تُنْذِرُ	اِنَّمَا	١٠	يُؤْمِنُوْنَ	لَا	تُنْذِرْهُمْ
আপনি সাবধান করতে পারেন	নিশ্চয়	১০	তারা ঈমান আনবে	না	আপনি তাদেরকে সাবধান করেন

الرَّحْمٰنَ	وَخَشِيَ	الذِّكْرَ	اتَّبَعَ	مَنِ
দয়াময়কে	এবং ভয় করে	উপদেশ	অনুসরণ করে/অনুগত হয়/মেনে চলে	যে

كَرِيْمٍ	وَّاَجْرٍ	بِمَغْفِرَةٍ	فَبَشِّرْهُ	بِالْغَيْبِ ج
সম্মানজনক	এবং প্রতিদান	ক্ষমা	সুতরাং তাদের জন্য রয়েছে সুসংবাদ	অদৃশ্য/না দেখে

مَا	وَنَكْتُبُ	الْمَوْتٰى	نُحْيِ	نَحْنُ	اِنَّا	١١
যা	এবং লিপিবদ্ধ করি	মৃতকে	জীবিত করি	আমি	নিশ্চয়	১১

اَحْصَيْنٰهُ	شَيْءٍ	وَكُلَّ	وَاٰثَارَهُمْ ط	قَدَّمُوْا
সংরক্ষিত করে রেখেছি	বিষয়	এবং সবকিছু/ প্রত্যেকটি	এবং কীর্তি সমূহ	তারা করেছে

وَاضْرِبْ	﴿١٢﴾	مُّبِيْنٍ	اِمَامٍ	فِيْٓ
এবং বর্ণনা করুন	১২	সুস্পষ্ট	কিতাব/ফলক/ আমলনামা/ প্রমাণপত্র	মধ্যে

اِذْ	الْقَرْيَةِ	اَصْحٰبَ	مَّثَلًا	لَهُمْ
যখন	সেই জনপদ	অধিবাসী/সঙ্গী সাথী/সাহাবী	দৃষ্টান্ত/মেসাল/ উদাহরণ	তাদের কাছে/ তাদের জন্য

اِلَيْهِمُ	اَرْسَلْنَآ	اِذْ	﴿١٣﴾	الْمُرْسَلُوْنَ	جَآءَهَا
তাদের প্রতি	আমি পাঠিয়েছিলাম	যখন	১৩	রাসুলগণ	সেখানে এসেছিলেন

فَقَالُوْٓا	بِثَالِثٍ	فَعَزَّزْنَا	فَكَذَّبُوْهُمَا	اثْنَيْنِ
তাঁরা বললেন	তৃতীয়জন দ্বারা	পরে আমি শক্তি বৃদ্ধি করলাম	অতঃপর অস্বীকার করল তাদের দু'জনকে	দু'জন

اَنْتُمْ	مَآ	قَالُوْا	﴿١٤﴾	مُّرْسَلُوْنَ	اِلَيْكُمْ	اِنَّآ
তোমরা	নও	(জনগণ) বলল	১৪	প্রেরিত হয়েছি	তোমাদের প্রতি	নিশ্চয় আমরা

الرَّحْمٰنُ	اَنْزَلَ	وَمَآ	مِّثْلُنَا ۙ	بَشَرٌ	اِلَّا
দয়াময়	প্রেরণ করেছেন	এবং না	আমাদের মত	মানুষ	ব্যতিত

﴿١٥﴾	تَكْذِبُوْنَ	اِلَّا	اَنْتُمْ	اِنْ	شَيْءٍ ۙ	مِنْ
১৫	মিথ্যা বলছ	ব্যতিত	তোমরা	নিশ্চয়/অবশ্যই/ আসলে	কিছু/ কাউকে	কোন

১৬. (রাসূলগণ) বললেন, আমাদের প্রভু জানেন আমরা অবশ্যই তোমাদের প্রতি প্রেরিত হয়েছি।

○ কা-লূ রাব্বুনা- ইয়া'লামু ইন্না- ইলাইকুম্ লামুরছালূন।

১৭. আর সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করা ছাড়া আমাদের উপর আর কোন দায়িত্ব নেই।

○ ওয়ামা- 'আলাইনা ইল্লাল্ বালা-গুল্ মুবীন।

১৮. তারা বলল আমরা আপনাদেরকে অশুভ/অকল্যাণকর মনে করি, যদি আপনারা (এ কাজ) বন্ধ না করেন তাহলে অবশ্যই আপনাদেরকে প্রস্তর বর্ষণে হত্যা করা হবে এবং আমাদের পক্ষ থেকে কঠিন শাস্তি স্পর্শ করবে।

○ কা-ল~ ইন্না- তাতাইয়ার্না বিকুম্ (ج) লাইল্লাম্ তাংতাহূ লানার্‌জুমান্নাকুম্ ওয়ালাইয়ামাছ্‌ছান্নাকুম মিন্না- 'আযা-বুন আলীম।

১৯. (রাসূলগণ) বললেন, তোমাদের অকল্যাণ তো তোমাদের সাথেই, (আমাদেরকে হত্যা করতে চাও) কি এজন্যে যে, আমরা তোমাদেরকে সদুপদেশ দিয়েছি? আসলে তোমরাই সীমালংঘনকারী জাতি।

○ কা-লূ তা~ইরুকুম্ মা'আকুম্ (ط) আইং যুক্কির্‌তুম (ط) বাল্ আংতুম কাওমুম্ মুছ্‌রিফূন।

২০. এবং শহরের প্রান্তভাগ থেকে এক ব্যক্তি দৌড়ে এলেন, বললেন হে আমার সম্প্রদায় তোমরা রাসূলগণের অনুসরণ কর।

○ ওয়াজা~আ মিন আকসাল্ মাদীনাতি রাজুলুইঁ ইয়াছ্'আ- কা-লা ইয়াকাওমিত্তাবি'উল্ মুর্‌ছালীন।

২১. অনুসরণ কর তাঁদের যাঁরা তোমাদের কাছে কোন বিনিময় চান না এবং তাঁরা সঠিক পথ প্রাপ্ত।

○ ইত্তাবি'ঊ মাল্লা-ইয়াছ্‌আলুকুম আজরাওঁ ওয়া হুম্ মুহ্‌তাদূন।

২২. আর আমার পক্ষে এটা কি করে সম্ভব যে, যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন আমি তাঁর ইবাদত করব না? এবং তাঁর কাছেই তোমরা ফিরে যাবে।

○ ওয়া মা-লিয়া লা আ'বুদুল্লাযী ফাতারানী ওয়া ইলাইহি তুর্‌জা'উন।

● ইখফাহ ● ঈদগাম ● ক্বালব ● ঈদগাম মীম সাকীন

قَالُوْا رَبُّنَا يَعْلَمُ اِنَّآ اِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُوْنَ ﴿١٦﴾

وَمَا عَلَيْنَآ اِلَّا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ﴿١٧﴾

قَالُوْٓا اِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ ۚ لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهُوْا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِّنَّا عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿١٨﴾

قَالُوْا طَآئِرُكُمْ مَّعَكُمْ ؕ اَئِنْ ذُكِّرْتُمْ ؕ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُوْنَ ﴿١٩﴾

وَجَآءَ مِنْ اَقْصَا الْمَدِيْنَةِ رَجُلٌ يَّسْعٰى قَالَ يٰقَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِيْنَ ﴿٢٠﴾ ۙ

اتَّبِعُوْا مَنْ لَّا يَسْئَلُكُمْ اَجْرًا وَّهُمْ مُّهْتَدُوْنَ ﴿٢١﴾

وَمَالِيَ لَآ اَعْبُدُ الَّذِيْ فَطَرَنِيْ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴿٢٢﴾

● গুন্না ● ক্বলক্বলাহ ● ইখফাহ মীম সাকীন

لَمُرْسَلُوْنَ	اِلَيْكُمْ	اِنَّآ	يَعْلَمُ	رَبُّنَا	قَالُوْا
অবশ্যই প্রেরিত হয়েছি	তোমাদের প্রতি	নিশ্চয় আমরা	জানেন	আমাদের প্রভু	(রাসূলগণ) বললেন

۝١٧	الْمُبِيْنُ	الْبَلٰغُ	اِلَّا	عَلَيْنَآ	وَمَا	۝١٦
১৭	সুস্পষ্ট/ পরিষ্কারভাবে	পৌছে দেওয়া/ বলে দেওয়া/ বর্ণনা করা	ব্যতিত	আমাদের উপর	এবং নাই	১৬

لَّمْ	لَئِنْ	بِكُمْ ۚ	تَطَيَّرْنَا	اِنَّا	قَالُوْٓا
না	যদি	তোমাদেরকে	অশুভ/অকল্যাণকর/ অমঙ্গলজনক	নিশ্চয় আমরা	(জনগণ) বলল

مِّنَّا	وَلَيَمَسَّنَّكُمْ	لَنَرْجُمَنَّكُمْ	تَنْتَهُوْا
আমাদের কাছ থেকে	এবং তোমাদেরকে স্পর্শ করবে	অবশ্যই আমরা তোমাদেরকে প্রস্তর বর্ষণে হত্যা করব	বন্ধ কর/ থামাও

طَآئِرُكُمْ	قَالُوْا	۝١٨	اَلِيْمٌ	عَذَابٌ
তোমাদের অকল্যাণ/ অমঙ্গল	(রাসুলগণ) বললেন	১৮	কঠিন/ যন্ত্রণাদায়ক	শাস্তি

اَنْتُمْ	بَلْ	ذُكِّرْتُمْ ؕ	اَئِنْ	مَّعَكُمْ ؕ
তোমরা	আসলে	তোমাদেরকে উপদেশ দিয়েছি	এজন্যে কি	তোমাদের সাথেই

قَوْمٌ	مُّسْرِفُوْنَ	۱۹	وَجَآءَ	مِنْ	اَقْصَا
জাতি/ সম্প্রদায়/ গোষ্ঠি	সীমালংঘনকারী	১৯	এবং আসলেন	থেকে	প্রান্তভাগ/ উপকণ্ঠ

الْمَدِيْنَةِ	رَجُلٌ	يَّسْعٰى	قَالَ	يٰقَوْمِ	اتَّبِعُوا
শহরের	এক ব্যক্তি/ একজন লোক	দৌড়াতে দৌড়াতে	(তিনি) বললেন	হে আমার জাতি/ সম্প্রদায়	অনুসরণ কর

الْمُرْسَلِيْنَ	۲۰	اتَّبِعُوْا	مَنْ	لَّا	يَسْـَٔلُكُمْ
রাসুলগণের	২০	অনুসরণ কর	যাঁরা	না	তোমাদের কাছে চান

اَجْرًا	وَّهُمْ	مُّهْتَدُوْنَ	۲۱	وَمَا	لِىَ	لَآ
বিনিময়/ প্রতিদান	এবং তাঁরা	সঠিক পথ প্রাপ্ত	২১	আর কি হয়েছে	আমার	না

اَعْبُدُ	الَّذِىْ	فَطَرَنِىْ	وَاِلَيْهِ	تُرْجَعُوْنَ	۲۲
ইবাদত/ দাসত্ব করব	যিনি	আমাকে সৃষ্টি করেছেন	এবং তাঁর দিকেই	তোমরা প্রত্যাবর্তন করবে	২২

২৩.	আমি কি তাঁর পরিবর্তে অন্য কাউকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করব? অথচ যদি দয়াময় আমার ক্ষতি করতে চান, তবে তাদের সুপারিশ আমার কোনই কাজে আসবে না এবং তারা আমাকে রক্ষাও করতে পারবে না।	○ আআত্তাখিযু 'মিং দুনিহী আ-লিহাতান ইয়ঁ ইউরিদ্নির্ রাহমা-নু বিদুর্রিল লা-তুগ্নি 'আন্নী শাফা-'আতুহুম্ শাইআওঁ ওয়ালা-ইউংকিযূন।
২৪.	(এরূপ করলে) নিশ্চয়ই আমি প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতায় পতিত হব।	○ ইন্নী ইযাল্লাফী দালা-লিম্মুবীন।
২৫.	নিশ্চয় আমি তোমাদের প্রভুর প্রতি বিশ্বাস এনেছি সুতরাং তোমরাও আমার কথা শোন।	○ ইন্নী আ-মাংতু বিরাব্বিকুম্ ফাছ্মা'উন।
২৬.	(যখন) তাকে বলা হলো, জান্নাতে প্রবেশ কর, তিনি বললেন হায় আমার সম্প্রদায় যদি জানত।	○ কীলাদ খুলিল্ জান্নাতা (ط) ক্বা-লা ইয়া-লাইতা ক্বাওমী ইয়া'লামূন।
২৭.	আমার প্রভু আমাকে কিভাবে ক্ষমা করেছেন এবং আমাকে সম্মানিতদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেছেন।	○ বিমা-গাফারালী রাব্বী ওয়া জা'আলানী মিনাল্ মুক্রামীন।
২৮.	এবং তার (ইন্তিকালের) পর আমি তার জাতির প্রতি আকাশ থেকে কোন বাহিনী পাঠাইনি আর আমার তা পাঠাতেও হয় না।	○ ওয়ামা আংঝাল্না- 'আলা-ক্বাওমিহী মিম্ বা'দিহী মিং জুংদিম্ মিনাছ্ছামা~ই ওয়ামা-কুন্না- মুংঝিলীন।
২৯.	আসলে এ ছিল কেবলমাত্র একটি ধাক্কা অতঃপর তারা সবাই নিস্তব্ধ হয়ে গেল।	○ ইং কা-নাত্ ইল্লা-সাইহাতাওঁ ওয়া-হিদাতাং ফাইযা-হুম্ খা-মিদূন।
৩০.	বান্দাহদের ব্যাপারে হায় আক্ষেপ! তাদের নিকট এমন কোন রাসূল আগমন করেননি যাঁদের প্রতি তারা বিদ্রূপ করেনি।	○ ৩০. ইয়া-হাছ্রাতান্ 'আলাল্ 'ইবা-দি (ج) মা- ইয়া'তীহিম্ মির্ রাছূলিন ইল্লা- কা-নূ বিহী ইয়াছ্তাহ্ঝিউন।

● ইখফাহ ● ঈদগাম ● ক্বালব ● ঈদগাম মীম সাকীন

ءَاَتَّخِذُ مِنْ دُوْنِهٖٓ اٰلِهَةً اِنْ يُّرِدْنِ الرَّحْمٰنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنِّيْ شَفَاعَتُهُمْ شَيْـًٔا وَّلَا يُنْقِذُوْنِ ﴿٢٣﴾

اِنِّيْٓ اِذًا لَّفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿٢٤﴾

اِنِّيْٓ اٰمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُوْنِ ﴿٢٥﴾

قِيْلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ ۗ قَالَ يٰلَيْتَ قَوْمِيْ يَعْلَمُوْنَ ﴿٢٦﴾

بِمَا غَفَرَ لِيْ رَبِّيْ وَجَعَلَنِيْ مِنَ الْمُكْرَمِيْنَ ﴿٢٧﴾

وَمَآ اَنْزَلْنَا عَلٰى قَوْمِهٖ مِنْۢ بَعْدِهٖ مِنْ جُنْدٍ مِّنَ السَّمَآءِ وَمَا كُنَّا مُنْزِلِيْنَ ﴿٢٨﴾

اِنْ كَانَتْ اِلَّا صَيْحَةً وَّاحِدَةً فَاِذَا هُمْ خٰمِدُوْنَ ﴿٢٩﴾

يٰحَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ ۚ مَا يَاْتِيْهِمْ مِّنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ﴿٣٠﴾

গুন্না ক্বলক্বলাহ ইখফাহ মীম সাকীন

يُّرِدْنِ	اِنْ	اٰلِهَةً	مِنْ دُوْنِهٖٓ	ءَاَتَّخِذُ
ইচ্ছা করেন	যদি	ইলাহরূপে/ উপাস্যরূপে	তাঁকে বাদ দিয়ে/তাঁর পরিবর্তে	আমি কি গ্রহণ করব

شَفَاعَتُهُمْ	عَنِّىْ	تُغْنِ	لَّا	بِضُرٍّ	الرَّحْمٰنُ
তাদের সুপারিশ	আমার	কল্যাণ দেওয়া/ উপকার করা/ কাজে আসা	না	কষ্ট দিতে/ক্ষতি করতে	দয়াময়

اِذًا	اِنِّىْٓ	۝٢٣ ج	يُنْقِذُوْنِ	وَّلَا	شَيْـًٔا
তাহলে	নিশ্চয় আমি	২৩	রক্ষা করা	এবং না	কোন রকম/ সামান্যতম

اٰمَنْتُ	اِنِّىْٓ	۝٢٤	مُّبِيْنٍ	ضَلٰلٍ	لَّفِىْ
ঈমান এনেছি	নিশ্চয় আমি	২৪	প্রকাশ্য/ সুস্পষ্ট	পথভ্রষ্টতা	পতিত হব/ প্রবেশ করব/ ঢুকে যাব

الْجَنَّةَ ط	ادْخُلِ	قِيْلَ	۝٢٥ ط	فَاسْمَعُوْنِ	بِرَبِّكُمْ
জান্নাতে	প্রবেশ কর/ দাখিল হও	বলা হল তাকে	২৫	সুতরাং আমার কথা শোন	তোমাদের প্রভুর প্রতি

غَفَرَ	بِمَا	۝٢٦ لا	يَعْلَمُوْنَ	قَوْمِىْ	يٰلَيْتَ	قَالَ
ক্ষমা করেছেন	যে/ কিভাবে	২৬	জানত	আমার সম্প্রদায়	হায়	(তিনি) বললেন

﴿٢٧﴾	الْمُكْرَمِيْنَ	مِنَ	وَجَعَلَنِيْ	رَبِّيْ	لِيْ
২৭	সম্মানিতদের	মধ্যে	এবং আমাকে অন্তর্ভুক্ত করেছেন	আমার প্রভু	আমাকে

مِنْ	بَعْدِهٖ	مِنْ	قَوْمِهٖ	عَلٰى	اَنْزَلْنَا	وَمَآ
থেকে	তারপর	মধ্যে	তার জাতি/ সম্প্রদায়	উপরে	নাযিল করেছি/ অবতীর্ণ করেছি	এবং না

﴿٢٨﴾	مُنْزِلِيْنَ	كُنَّا	وَمَا	السَّمَآءِ	مِّنَ	جُنْدٍ
২৮	অবতরণ করা/পাঠানো	হয়	আর না	আকাশ	থেকে/হতে	বাহিনী

فَاِذَا	وَّاحِدَةً	صَيْحَةً	اِلَّا	اِنْ كَانَتْ
ফলে পরিণত হল	একটি মাত্র	ধাক্কা	ব্যতিত/ কেবল	আসলে/যদিও এটা ছিল

عَلَى	يٰحَسْرَةً	﴿٢٩﴾	خٰمِدُوْنَ	هُمْ
জন্যে/ব্যাপারে,	হায় আক্ষেপ/আফসোস	২৯	নিস্তব্ধ	তারা

اِلَّا	رَّسُوْلٍ	مِّنْ	يَاْتِيْهِمْ	مَا	الْعِبَادِ
ব্যতিত	কোন রাসূল	থেকে/মধ্যে	তাদের নিকট আগমন করে	না	বান্দাহদের

﴿٣٠﴾	يَسْتَهْزِءُوْنَ	بِهٖ	كَانُوْا
৩০	তারা বিদ্রূপ করে	তাদের সাথে/তাদেরকে	যে

৩১.	তারা কি দেখে না তাদের পূর্বে আমি কত সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেছি তারা আর কোন দিন তাদের কাছে ফিরে আসবে না।	আলাম্ ইয়ারাও কাম্ আহ্লাক্না- কাব্লাহুম্ মিনাল্ কুরূনি আন্নাহুম্ ইলাইহিম্ লা-ইয়ার্জি'উন।
৩২.	এবং অবশ্যই তাদের প্রত্যেককে সমবেত অবস্থায় আমার কাছে উপস্থিত হতে হবে।	ওয়া ইং কুল্লুল্ লাম্মা-জামী'উল লাদাইনা- মুহ্দারূন।
৩৩.	এবং তাদের জন্যে একটি নিদর্শন- নির্জীব পৃথিবী। আমি একে সঞ্জীবিত করি এবং তা থেকে শস্য উৎপন্ন করি, ফলে তারা তা থেকে খায়।	ওয়া আ-য়াতুল লাহুমুল্ আর্দুল্ মাইতাতু (ج) আহইয়াইনা-হা- ওয়াআখরাজনা-মিন্হা-হাব্বাং ফামিন্হু ইয়া'কুলূন।
৩৪.	আমি তাতে সৃষ্টি করি খেজুর ও আঙ্গুরের বাগান এবং প্রবাহিত করি তার মধ্যে নির্ঝরনী।	ওয়া জা'আল্না-ফীহা-জান্না-তিম্ মিন্ নাখীলিওঁ ওয়া আ'না-বিও ওয়া ফাজ্জার্না- ফীহা- মিনাল্ 'উইউন।
৩৫.	যেন তারা তার ফল-ফলাদি খায় আর সেগুলি তারা নিজ হাতে তৈরী করেনি, এরপরেও কেন তারা কৃতজ্ঞ হয় না।	লিইয়া'কুলূ মিং ছামারিহী (ং) ওয়ামা- 'আমিলাত্হু আইদীহিম্ (ط) আফালা-ইয়াশ্কুরূন।
৩৬.	পবিত্র তিনি, যিনি জমীন থেকে যা কিছু উৎপন্ন হয় সব কিছুকে জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছেন আর তাদের (মানুষ) নিজেদেরকেও এবং আরও অনেক কিছু যা তারা জানে না।	ছুবহা-নাল্লাযী খালাকাল্ আঝাওয়া-জা কুল্লাহা- মিম্মা- তুম্বিতুল আর্দু ওয়া মিন আংফুছিহিম ওয়া মিম্মা-লা- ইয়া'লামূন।
৩৭.	তাদের জন্য আরেকটি নিদর্শন হলো রাত্রি, আমি যখন তা থেকে দিবসকে অপসারিত করি, তখনই তারা অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়।	ওয়া আ-য়াতুল্লাহুমুল্লাইলু (ج) নাছ্লাখু মিন্হুন্নাহা-রা ফাইযা- হুম্ মুজ্লিমূন।

● ইখফাহ ● ঈদগাম ● ক্বালব ● ঈদগাম মীম সাকীন

أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنَ الْقُرُوْنِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُوْنَ ۗ ﴿٣١﴾

وَإِنْ كُلٌّ لَّمَّا جَمِيْعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُوْنَ ۧ ﴿٣٢﴾

وَاٰيَةٌ لَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ ۚ أَحْيَيْنٰهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُوْنَ ﴿٣٣﴾

وَجَعَلْنَا فِيْهَا جَنّٰتٍ مِّنْ نَّخِيْلٍ وَّأَعْنَابٍ وَّفَجَّرْنَا فِيْهَا مِنَ الْعُيُوْنِ ۙ ﴿٣٤﴾

لِيَأْكُلُوْا مِنْ ثَمَرِهٖ ۙ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيْهِمْ ۗ أَفَلَا يَشْكُرُوْنَ ﴿٣٥﴾

سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْۢبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٣٦﴾

وَاٰيَةٌ لَّهُمُ الَّيْلُ ۚ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُّظْلِمُوْنَ ۙ ﴿٣٧﴾

اَلَمْ يَرَوْا كَمْ اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنَ الْقُرُوْنِ اَنَّهُمْ اِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُوْنَ ﴿٣١﴾

وَاِنْ كُلٌّ لَّمَّا جَمِيْعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُوْنَ ﴿٣٢﴾

وَاٰيَةٌ لَّهُمُ الْاَرْضُ الْمَيْتَةُ ۖ اَحْيَيْنٰهَا وَاَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَاْكُلُوْنَ ﴿٣٣﴾

وَجَعَلْنَا فِيْهَا جَنّٰتٍ مِّنْ نَّخِيْلٍ وَّاَعْنَابٍ وَّفَجَّرْنَا فِيْهَا مِنَ الْعُيُوْنِ ﴿٣٤﴾

لِيَاْكُلُوْا مِنْ ثَمَرِهٖ ۙ وَمَا عَمِلَتْهُ اَيْدِيْهِمْ ؕ اَفَلَا يَشْكُرُوْنَ ﴿٣٥﴾

سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْۢبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٣٦﴾

وَاٰيَةٌ لَّهُمُ الَّيْلُ ۖ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَاِذَا هُمْ مُّظْلِمُوْنَ ﴿٣٧﴾

গুন্না ● ক্বলক্বলাহ ● ইখফাহ মীম সাকীন

الْقُرُوْنِ	مِّنَ	قَبْلَهُمْ	اَهْلَكْنَا	كَمْ	اَلَمْ يَرَوْا
সম্প্রদায়/জাতিকে	থেকে/মধ্যে	তাদের পূর্বে	ধ্বংস করেছি	কেমন/কত	তারা কি দেখে না/প্রত্যক্ষ করে না?

وَاِنْ	٣١	يَرْجِعُوْنَ	لَا	اِلَيْهِمْ	اَنَّهُمْ
এবং যদি/অবশ্যই	৩১	ফিরে আসবে	না	তাদের দিকে/কাছে	তারা কখনই

٣٢	مُحْضَرُوْنَ	لَّدَيْنَا	جَمِيْعٌ	لَّمَّا	كُلٌّ
৩২	উপস্থিত হতে হবে	আমার কাছে	সমবেত	অবস্থায়	সবাইকে/প্রত্যেককে

اَحْيَيْنٰهَا	الْمَيْتَةُ	الْاَرْضُ	لَّهُمُ	وَاٰيَةٌ
আমি একে জীবন দিই/সঞ্জীবিত করি	মৃত/নির্জীব	পৃথিবী	তাদের জন্যে	এবং নিদর্শন/শিক্ষণীয়

٣٣	يَاْكُلُوْنَ	فَمِنْهُ	حَبًّا	مِنْهَا	وَاَخْرَجْنَا
৩৩	তারা ভক্ষণ করে/খায়	ফলে তা থেকে	শষ্য	তা থেকে	এবং উৎপন্ন করি

وَّاَعْنَابٍ	نَّخِيْلٍ	مِّنْ	جَنّٰتٍ	فِيْهَا	وَجَعَلْنَا
এবং আঙ্গুরের	খেজুরের	থেকে	বাগান	তার মধ্যে	এবং সৃষ্টি করি/বানাই

وَّفَجَّرْنَا فِيْهَا مِنَ الْعُيُوْنِ ۙ ﴿٣٤﴾ لِيَاْكُلُوْا

যেন তারা খায়	৩৪	ঝরনা/ নির্ঝরনী	থেকে	তার মধ্যে/ তাতে	এবং প্রবাহিত করি

مِنْ ثَمَرِهٖ ۙ وَمَا عَمِلَتْهُ اَيْدِيْهِمْ ؕ اَفَلَا

কেন করে না	তাদের হাতের	সেগুলি তৈরী/ বানানো	আর না	ফল-ফলাদি	থেকে

يَشْكُرُوْنَ ﴿٣٥﴾ سُبْحٰنَ الَّذِىْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ

জোড়ায় জোড়ায়	সৃষ্টি করেছেন	যিনি	পবিত্র	৩৫	তারা শুকুর/ কৃতজ্ঞ

كُلَّهَا مِمَّا تُنْۢبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ

তাদের নিজেদের	এবং থেকে	মাটি/জমিন	উৎপন্ন হয়	থেকে	সবকিছু

وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٣٦﴾ وَاٰيَةٌ لَّهُمُ الَّيْلُ ۖۚ

রাত্রি	তাদের জন্য	এবং নিদর্শন রয়েছে	৩৬	তারা জানে	না	এবং থেকে

نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَاِذَا هُمْ مُّظْلِمُوْنَ ۙ ﴿٣٧﴾

৩৭	অন্ধকারাচ্ছন্ন	তারা	তখন হয়ে যায়	দিবসকে	তা থেকে	অপসারিত করি/তাড়িয়ে দিই

৩৮.	এবং সূর্য তার জন্যে নির্দিষ্ট পথে আবর্তন করে, এই নিয়ম মহা পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ আল্লাহর নির্ধারিত।	○ ওয়াশ্‌শাম্‌ছু তাজরী লিমুছতাকাররিল্ লাহা- (৮) যা-লিকা তাকদীরুল 'আঝীঝিল্ 'আলীম।
৩৯.	আর চন্দ্রের জন্য আমি এমনভাবে মনযিল নির্ধারিত করেছি যে অবশেষে তা শুকনো খেজুর শাখার মত হয়ে যায়।	○ ওয়াল্ কামারা কাদ্দার্‌না-হু মানা-ঝিলা হাত্তা- 'আ-দাকাল্ 'উর্‌জুনিল্ কাদীম।
৪০.	সূর্যের এ ক্ষমতা নেই যে চন্দ্রকে ধরে ফেলে আর রাত্রিও দিবসকে অতিক্রম করতে পারে না, এবং প্রত্যেকেই নিজ নিজ পথে সাঁতার কাটছে।	○ লাশ্‌শাম্‌ছু ইয়াম্‌বাগী লাহা আং তুদ্‌রিকাল্ কামারা ওয়ালাল্লাইলু ছা-বিকুন্নাহা-রি (৮) ওয়া কুল্লুং ফী ফালাকিইঁ ইয়াছবাহূন।
৪১.	তাদের জন্যে আরও একটি নিদর্শন (হল) নিশ্চয় আমি তাদের সন্তান সন্ততিকে বোঝাই নৌকায় আরোহন করিয়েছি।	○ ওয়া আ-য়াতুল লাহুম্ আন্না-হামাল্‌না- যুর্‌রিইয়াতাহুম্ ফিল্ ফুল্‌কিল্ মাশ্‌হূন।
৪২.	এবং তাদের জন্যে সেটির (নৌকার) মত (আরও) যানবাহন সৃষ্টি করেছি যাতে তারা আরোহন করে।	○ ওয়া খালাকনা-লাহুম্ মিম্ মিছ্‌লিহী মা ইয়ার্‌কাবূন।
৪৩.	এবং আমি যদি ইচ্ছা করি তাদেরকে (যে কোন সময়) নিমজ্জিত করতে পারি, তারপর তাদের জন্যে কোন উদ্ধারকারী নেই এবং তারা পরিত্রাণও পাবে না।	○ ওয়া ইন্ নাশা' নুগ্‌রিকহুম্ ফালা-ছারীখা লাহুম্ ওয়ালা-হুম্ ইউংকাযূন।
৪৪.	আমার দয়াতে অল্প কিছুদিন জীবন যাপনের সুযোগ ব্যতিত	○ ইল্লা-রাহ্‌মাতাম্ মিন্না- ওয়া মাতা-'আন্ ইলা-হীন্।
৪৫.	আর যখন তাদেরকে বলা হয়, তোমাদের প্রকাশ্য ও গোপনীয় বিষয়ে ভয় কর যাতে তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করা হয়।	○ ওয়া ইযা-কীলা লাহুমুত্তাকূ মা- বাইনা আইদীকুম্ ওয়ামা-খাল্‌ফাকুম্ লা'আল্লাকুম তুর্‌হামূন্।

● ইখফাহ ● ঈদগাম ● ক্বালব ● ঈদগাম মীম সাকীন

وَالشَّمْسُ تَجْرِىْ لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ؕ ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ﴿٣٨﴾

وَالْقَمَرَ قَدَّرْنٰهُ مَنَازِلَ حَتّٰى عَادَ كَالْعُرْجُوْنِ الْقَدِيْمِ ﴿٣٩﴾

لَا الشَّمْسُ يَنْۢبَغِىْ لَهَآ اَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا الَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ ؕ وَكُلٌّ فِىْ فَلَكٍ يَّسْبَحُوْنَ ﴿٤٠﴾

وَاٰيَةٌ لَّهُمْ اَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِى الْفُلْكِ الْمَشْحُوْنِ ﴿٤١﴾

وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِّنْ مِّثْلِهٖ مَا يَرْكَبُوْنَ ﴿٤٢﴾

وَاِنْ نَّشَاْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيْخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُوْنَ ﴿٤٣﴾

اِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا وَمَتَاعًا اِلٰى حِيْنٍ ﴿٤٤﴾

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمُ اتَّقُوْا مَا بَيْنَ اَيْدِيْكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ﴿٤٥﴾

● গুন্না ● ক্বলক্বলাহ ● ইখফাহ মীম সাকীন

ذٰلِكَ	لَّهَا ؕ	لِمُسْتَقَرٍّ	تَجْرِىْ	وَالشَّمْسُ
এটা/এই নিয়ম	তার জন্যে	নির্দিষ্ট অবস্থানে/ পথে/ গন্তব্যস্থানে	আবর্তন করে	এবং সূর্য

قَدَّرْنٰهُ	وَالْقَمَرَ	﴿٣٨﴾ ؕ	الْعَلِيْمِ	الْعَزِيْزِ	تَقْدِيْرُ
আমি নির্ধারিত করেছি	এবং চন্দ্র	৩৮	সর্বজ্ঞ	মহা পরাক্রমশালী	তাকদীর/ ভাগ্য/ নির্ধারিত

﴿٣٩﴾	الْقَدِيْمِ	كَالْعُرْجُوْنِ	عَادَ	حَتّٰى	مَنَازِلَ
৩৯	পুরাতন/ শুকনো	খেজুরের শাখার ন্যায়	হয়ে যায়/ পরিণত হয়	যতক্ষণ/ অবশেষে	মানযিল/ গন্তব্য স্থান

تُدْرِكَ	اَنْ	لَهَآ	يَنْۢبَغِىْ	الشَّمْسُ	لَا
নাগাল পাওয়া/ ধরে ফেলা/ অতিক্রম করা	যে	তার জন্যে	ক্ষমতা/শক্তি/ অধিকার	সূর্য	না

فِىْ	وَكُلٌّ	النَّهَارِ ؕ	سَابِقُ	الَّيْلُ	وَلَا	الْقَمَرَ
মধ্যে	এবং সকলে/ প্রত্যেকে	দিবস	আগে/ সামনে চলা	রাত্রি	এবং নাই	চন্দ্র

اَنَّا	لَّهُمْ	وَاٰيَةٌ	﴿٤٠﴾	يَّسْبَحُوْنَ	فَلَكٍ
নিশ্চয় আমি	তাদের জন্যে	এবং নিদর্শন/ প্রমাণ	৪০	সাঁতার কাটা	কক্ষ পথ/ গন্তব্যস্থানে

﴿۴۱﴾ لا	الْمَشْحُوْنِ	الْفُلْكِ	فِى	ذُرِّيَّتَهُمْ	حَمَلْنَا
৪১	বোঝাই	নৌকা	মধ্যে	তাদের সন্তান সন্ততিদেরকে	আরোহন

﴿۴۲﴾	يَرْكَبُوْنَ	مَا	مِّنْ مِّثْلِهٖ	لَهُمْ	وَخَلَقْنَا
৪২	তারা আরোহন করে	যাতে	সেটির মত/ অনুরূপ	তাদের জন্যে	এবং সৃষ্টি করেছি

لَهُمْ	صَرِيْخَ	فَلَا	نُغْرِقْهُمْ	نَّشَاْ	وَاِنْ
তাদের জন্যে	উদ্ধার করা/ সাহায্য করা	অতঃপর নেই	তাদেরকে নিমজ্জিত করাতে পারি	ইচ্ছা করি	এবং যদি

رَحْمَةً	اِلَّا	﴿۴۳﴾ لا	يُنْقَذُوْنَ	هُمْ	وَلَا
অনুগ্রহ	ব্যতিত	৪৩	পরিত্রাণ/রক্ষা পাবে	তারা	এবং না

قِيْلَ	وَاِذَا	﴿۴۴﴾	حِيْنٍ	اِلٰى	وَمَتَاعًا	مِّنَّا
বলা হয়	এবং যখন	৪৪	কিছুকাল/ অল্প সময়	পর্যন্ত	এবং জীবন যাপন	আমার থেকে

وَمَا	اَيْدِيْكُمْ	بَيْنَ	مَا	اتَّقُوْا	لَهُمُ
এবং যা	তোমাদের সামনে/ প্রকাশ্য	মধ্যে	যা	ভয় কর	তাদেরকে

﴿۴۵﴾	تُرْحَمُوْنَ	لَعَلَّكُمْ	خَلْفَكُمْ
৪৫	অনুগ্রহ করা হয়	যাতে তোমাদের প্রতি	তোমাদের পেছনে/গোপন

৪৬.	এবং যখনই তাদের প্রভুর নির্দেশনাবলীর মধ্যে থেকে কোন নিদর্শন তাদের কাছে আসে তারা তা থেকে মুখ না ফিরিয়ে থাকে না।	○ ওয়ামা- তা'তীহিম্ মিন আ-য়াতিম মিন্ আ-য়া-তি রাব্বিহিম্ ইল্লা-কা-নূ 'আন্হা-মু'রিদ্বীন।
৪৭.	এবং যখন তাদেরকে বলা হয়, আল্লাহ তোমাদেরকে যে রিজিক/সম্পদ দিয়েছেন তা থেকে ব্যয় কর তখন কাফেরেরা মুমিনগণকে বলে, আমরা কিভাবে তাদেরকে খাওয়াব যাদেরকে আল্লাহ ইচ্ছা করলেই খাওয়াতে পারতেন। তোমরা সুস্পষ্ট বিভ্রান্তির মধ্যে ব্যতিত নও।	○ ওয়া ইযা- ক্বীলা লাহুম্ আংফিকূ মিম্মা-রাঝাকাকুমুল্লা-হু (৪) ক্বা-লাল্লাযীনা কাফারূ লিল্লাযীনা আমানূদ আনুত'ইমু মাল্লাও ইয়াশা~উল্লা-হু আত'আমাহূদ ইন্ আংতুম্ ইল্লা-ফী দ্বালা-লিম্ মুবীন।
৪৮.	তারা আরও বলে এই ওয়াদা কোথায় (এখনও আসছে না কেন) যদি তোমরা সত্যবাদী হও।	○ ওয়া ইয়াকূলূনা মাতা- হা-যাল্ ওয়া'দু ইং কুংতুম্ সা-দিক্বীন।
৪৯.	তাদের পারস্পরিক বাকবিতন্ডাকালে কেবল মাত্র একটা প্রচন্ড শব্দের আঘাত ছাড়া তারা আর কিছুই দেখবে না।	○ মা- ইয়াংজুরূনা ইল্লা সাইহাতাওঁ ওয়া-হিদাতাং তা'খুযুহুম্ ইয়াখিসসিমূন।
৫০.	তখন তারা কোন পরামর্শ করারও সুযোগ পাবে না আর তাদের পরিবার-পরিজনের কাছেও ফিরে যেতে পারবে না।	○ ফালা-ইয়াছতাতী'উনা তাওছিয়াতাওঁ ওয়ালা ইলা আহ্লিহিম্ ইয়ার্জি'উন।
৫১.	আর যখন শিংগায় ফুঁক দেওয়া হবে, তখন তারা কবর থেকে উঠে তাদের প্রভুর দিকে ছুটতে থাকবে।	○ ওয়ানুফিখা ফিসসূরি ফাইযা-হুম মিনাল আজদা-ছি ইলা-রাব্বিহিম ইয়াংছিলূন।
৫২.	তারা বলবে হায় আমাদের সর্বনাশ। কে আমাদেরকে নিদ্রাস্থল থেকে উত্থিত করল? এটা কি সেইদিন যার প্রতিশ্রুতি দয়াময় দিয়েছিলেন আর রাসূলগণও সত্য বলেছিলেন?	○ ক্বা-লূ ইয়া-ওয়াইলানা- মাম্ বা'আছানা- মিম্ মার্ক্বাদিনা- (سكتة) হা-যা- মা-ওয়া'আদার রাহমা-নু ওয়া সাদাকাল্ মুর্ছালূন।

وَ مَا تَاْتِيْهِمْ مِّنْ اٰيَةٍ مِّنْ اٰيٰتِ رَبِّهِمْ اِلَّا كَانُوْا عَنْهَا مُعْرِضِيْنَ ﴿٤٦﴾

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ اَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ ۙ قَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنُطْعِمُ مَنْ لَّوْ يَشَآءُ اللّٰهُ اَطْعَمَهٗٓ ۖ اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿٤٧﴾

وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٤٨﴾

مَا يَنْظُرُوْنَ اِلَّا صَيْحَةً وَّاحِدَةً تَاْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُوْنَ ﴿٤٩﴾

فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ تَوْصِيَةً وَّلَآ اِلٰٓى اَهْلِهِمْ يَرْجِعُوْنَ ﴿٥٠﴾

وَنُفِخَ فِي الصُّوْرِ فَاِذَا هُمْ مِّنَ الْاَجْدَاثِ اِلٰى رَبِّهِمْ يَنْسِلُوْنَ ﴿٥١﴾

قَالُوْا يٰوَيْلَنَا مَنْۢ بَعَثَنَا مِنْ مَّرْقَدِنَا ۜ هٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُوْنَ ﴿٥٢﴾

● গুন্না ● ক্বলক্বলাহ ● ইখফাহ মীম সাকীন

رَبِّهِمْ	اٰيٰتِ	مِّنْ	اٰيَةٍ	مِّنْ	تَاْتِيْهِمْ	وَمَا
তাদের প্রভূর	নিদর্শন সমূহের	মধ্যে/ থেকে	নিদর্শন	কোন	আসে/পাঠানো হয় তাদের কাছে	এবং কখনই

قِيْلَ	وَاِذَا	٣٦	مُعْرِضِيْنَ	عَنْهَا	كَانُوْا	اِلَّا
বলা হয়	এবং যখন	৪৬	মুখ ফিরে/ ঘুরে নেয়	উহার দিক থেকে	করেছেন	ব্যতিত

الَّذِيْنَ	قَالَ	اللّٰهُ ۙ	رَزَقَكُمُ	مِمَّا	اَنْفِقُوْا	لَهُمْ
যারা	তারা বলে	আল্লাহু	তোমাদের যে রিজিক দিয়েছেন	থেকে	ব্যয়/খরচ কর	তাদেরকে

لَّوْ	مَنْ	اَنُطْعِمُ	اٰمَنُوْٓا	لِلَّذِيْنَ	كَفَرُوْا
যদি	তাদেরকে	আমরা কোন/ কিভাবে খাওয়াব	ঈমানদার/ বিশ্বাসী	তাদেরকে যারা	অস্বীকারকারী

فِيْ	اِلَّا	اَنْتُمْ	اِنْ	اَطْعَمَهٗٓ ۖ	اللّٰهُ	يَشَآءُ
মধ্যে	ব্যতিত	তোমরা	যদি/ সম্ভবতঃ	তাদেরকে খাওয়াতেন	আল্লাহু	ইচ্ছা করতেন

الْوَعْدُ	هٰذَا	مَتٰى	وَيَقُوْلُوْنَ	٤٧	مُّبِيْنٍ	ضَلٰلٍ
ওয়াদা/ প্রতিশ্রুতি	এই	কোথায়/ কই	আরও তারা বলে	৪৭	সুস্পষ্ট	বিভ্রান্তিতে

اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٤٨﴾ مَا يَنْظُرُوْنَ اِلَّا صَيْحَةً

শব্দ	ব্যতিত	তারা দেখতে পাবে	না	৪৮	সত্যবাদী হও	তোমরা	যদি

وَّاحِدَةً تَاْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُوْنَ ﴿٤٩﴾ فَلَا

তখন হবে না/পাবে না	৪৯	তর্ক-বিতর্কে/বাক-বিতন্ডায় লিপ্ত থাকা অবস্থায়	এবং তারা	আঘাত করবে তাদেরকে	মাত্র একটা

يَسْتَطِيْعُوْنَ تَوْصِيَةً وَّلَآ اِلٰى اَهْلِهِمْ

তাদের পরিবার	দিকে	এবং না	অসিয়ত/পরামর্শ	সক্ষম/সুযোগ

يَرْجِعُوْنَ ﴿٥٠﴾ وَنُفِخَ فِى الصُّوْرِ فَاِذَا هُمْ مِّنَ

থেকে	তারা	ফলে/ তখন	শিংগায়	মধ্যে	এবং ফুঁক দেওয়া হবে	৫০	ফিরে যেতে

الْاَجْدَاثِ اِلٰى رَبِّهِمْ يَنْسِلُوْنَ ﴿٥١﴾ قَالُوْا يٰوَيْلَنَا

হায় আমাদের দুর্ভোগ/ সর্বনাশ	তারা বলবে	৫১	দৌড়াতে/ ছুটতে থাকবে	তাদের প্রভূর	দিকে	কবর

مَنْۢ بَعَثَنَا مِنْ مَّرْقَدِنَا ٚ هٰذَا مَا

যা/কি	এটা	আমাদের নিদ্রাস্থল	থেকে	জাগ্রত/উত্থিত/ পুনরুজ্জীবিত করা	কে

وَعَدَ الرَّحْمٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُوْنَ ﴿٥٢﴾

৫২	রাসুলগণ	এবং সত্য বলেছিলেন	দয়াময়	প্রতিশ্রুতি/ওয়াদা

৫৩. এটা হবে কেবল এক প্রচন্ড শব্দ, ফলে তারা সবাই আমার সামনে উপস্থিত হয়ে যাবে।

○ ইং কা-নাত ইল্লা- সাইহাতাওঁ ওয়া-হিদাতাং ফাইযা-হুম্ জামী'উল্ লাদাইনা- মুহদারূন।

৫৪. অতঃপর সেদিন কারো প্রতি সামান্যতম যুলুম করা হবে না এবং তোমরা যা করেছ তা ব্যতিত তোমাদেরকে কোন প্রতিফল দেওয়া হবে না।

○ ফালইয়াওমা লা- তুজলামু নাফছুং শাইয়াওঁ ওয়ালা- তুজঝাওনা ইল্লা- মা-কুংতুম্ তা'মালূন।

৫৫. নিশ্চয় জান্নাতের অধিবাসীরা সেদিন আনন্দ-উপভোগে নিমগ্ন থাকবে।

○ ইন্না আসহা-বাল্ জান্নাতিল্ ইয়াওমা ফী শুগুলিং ফা-কিহূন।

৫৬. তারা এবং তাদের স্ত্রীরা ছায়াঘেরা পরিবেশে উচ্চ আসনে হেলান দিয়ে উপবিষ্ট থাকবে।

○ হুম্ ওয়া আঝওয়া-জুহুম্ ফী জিলা-লিন্ 'আলাল্ আরা~ইকি মুত্তাকিউন।

৫৭. সেখানে তাদের জন্যে থাকবে ফলমূল এবং যা কিছু তারা কামনা করবে।

○ লাহুম্ ফীহা- ফা-কিহাতুওঁ ওয়া লাহুম্ মা- ইয়াদ্দা'উন।

৫৮. সু-স্বাগতম জানানো হবে দয়াময় প্রভূর পক্ষ থেকে।

○ ছালা-মুং (قف) কাওলাম্ মির্‌রাব্বির্ রাহীম।

৫৯. এবং হে অপরাধীরা আজকের দিনে আলাদা হয়ে যাও।

○ ওয়াম্ তা-ঝুল ইয়াওমা আইয়ুহাল মুজরিমূন।

৬০. হে আদম সন্তান আমি কি তোমাদের কাছে প্রতিশ্রুতি নিইনি যে তোমরা শয়তানের এবাদত করবে না, নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য দুশমন।

○ আলাম্ আ'হাদ্ ইলাইকুম্ ইয়া-বানীআ-দামা আল্লা- তা'বুদুশ্শাইতা-না (ج) ইন্নাহূ লাকুম 'আদুওউম্ মুবীন।

৬১. এবং কেবলমাত্র আমারই ইবাদত করবে এটাই একমাত্র সঠিক পথ।

○ ওয়া আনি'বুদূনী (ط) হা-যা- সিরা-তুম্ মুছ্তাকীম।

● ইখফাহ ● ঈদগাম ● ক্বালব ● ঈদগাম মীম সাকীন

إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَّاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيْعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُوْنَ ﴿٥٣﴾

فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَّ لَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٥٤﴾

إِنَّ أَصْحٰبَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِيْ شُغُلٍ فٰكِهُوْنَ ﴿٥٥﴾

هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِيْ ظِلٰلٍ عَلَى الْأَرَآئِكِ مُتَّكِئُوْنَ ﴿٥٦﴾

لَهُمْ فِيْهَا فَاكِهَةٌ وَّ لَهُمْ مَّا يَدَّعُوْنَ ﴿٥٧﴾

سَلٰمٌ قَوْلًا مِّنْ رَّبٍّ رَّحِيْمٍ ﴿٥٨﴾

وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُوْنَ ﴿٥٩﴾

أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ أَنْ لَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطٰنَ إِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ﴿٦٠﴾

وَّأَنِ اعْبُدُوْنِيْ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ ﴿٦١﴾

● গুন্না ● ক্বলক্বলাহ ● ইখফাহ মীম সাকীন

اِنْ كَانَتْ اِلَّا صَيْحَةً وَّاحِدَةً فَاِذَا هُمْ

তারা	ফলে হয়ে যাবে	একটা	মহানাদ/ভীষণ শব্দ/প্রচন্ড ধাক্কা	ব্যতিত/ কেবল	হবে	এটা/ যদি

جَمِيْعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُوْنَ ﴿٥٣﴾ فَالْيَوْمَ لَا

না	অতঃপর সেদিন	৫৩	উপস্থিত	আমার সামনে	সবাই

تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْـًٔا وَّلَا تُجْزَوْنَ

প্রতিদান/প্রতিফল দেওয়া হবে	এবং না	কোন রকম/ সামান্যতম	কারো প্রতি	অবিচার/ জুলুম

اِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٥٤﴾ اِنَّ

নিশ্চয়	৫৪	করেছ	তোমরা	যা	ব্যতিত

اَصْحٰبَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِيْ شُغُلٍ فٰكِهُوْنَ ﴿٥٥﴾

৫৫	আনন্দে/ উপভোগে	মশগুল/ নিমগ্ন	মধ্যে	সেদিন	জান্নাতের	অধিবাসী/ সঙ্গীসাথীরা

هُمْ وَاَزْوَاجُهُمْ فِيْ ظِلٰلٍ عَلَى

উপরে	ছায়াময়/ছায়াঘেরা	মধ্যে	এবং তাদের স্ত্রীরা	তারা

الْاَرَآئِكِ مُتَّكِـُٔوْنَ ﴿٥٦﴾ لَهُمْ فِيْهَا فَاكِهَةٌ

ফল-মূল	সেখানে/ তার মধ্যে	তাদের জন্যে	৫৬	হেলান দিয়ে উপবিষ্ট/বসে থাকবে	উচ্চ আসনে

قَوْلًا	سَلٰمٌ	۝٥٧	يَدَّعُوْنَ	مَّا	وَلَهُمْ
বলা হবে/ জানানো হবে	সু-স্বাগতম	৫৭	তারা চাইবে/ আকাঙ্খা/কামনা/ বাসনা করবে	যা	এবং তাদের জন্যে

الْيَوْمَ	وَامْتَازُوا	۝٥٨	رَّحِيْمٍ	رَّبٍّ	مِّنْ
আজকের দিনে/এই দিনে	এবং আলাদা হয়ে যাও	৫৮	দয়াময়	প্রভূ	পক্ষ থেকে

اِلَيْكُمْ	اَعْهَدْ	اَلَمْ	۝٥٩	الْمُجْرِمُوْنَ	اَيُّهَا
তোমাদের কাছে	প্রতিশ্রুতি	কি নিইনি	৫৯	অপরাধীরা	হে

الشَّيْطٰنَ	تَعْبُدُوا	لَّا	اَنْ	اٰدَمَ	يٰبَنِيْٓ
শয়তানের	দাসত্ব করবে/ অনুসরণ করবে	না	যে	আদমের	হে সন্তান

۝٦٠	مُّبِيْنٌ	عَدُوٌّ	لَكُمْ	اِنَّهٗ
৬০	প্রকাশ্য/সুস্পষ্ট	শত্রু/ দুশমন	তোমাদের জন্যে	নিশ্চয় সে

۝٦١	مُّسْتَقِيْمٌ	صِرَاطٌ	هٰذَا	اعْبُدُوْنِيْ	وَّاَنِ
৬১	সঠিক	পথ	এটাই	আমার দাসত্ব কর	এবং যে

৬২. অথচ তোমাদেরকে দলে দলে পথভ্রষ্ট করে ফেলেছে, তোমাদের কি কোন জ্ঞানবুদ্ধি ছিল না?

○ ওয়ালাকাদ আদাল্লা মিংকুম্ জিবিল্লাং কাছীরা- (৮) আফালাম্ তাকূনূ তা'কিলূন।

৬৩. এই সেই জাহান্নাম যার ওয়াদা তোমাদেরকে দেয়া হতো।

○ হা-যিহী জাহান্নামুল্লাতী কুংতুম তূ'আদূন।

৬৪. আজকে উহাতে প্রবেশ কর যাকে তোমরা অবিশ্বাস করেছ।

○ ইসলাওহাল্ ইয়াওমা বিমা-কুংতুম্ তাক্ফুরূন।

৬৫. আজ আমি তাদের মুখ বন্ধ করে দেব আর তাদের হাত আমার সাথে কথা বলবে এবং তাদের পা বলে দেবে যেসব কাজকর্ম তারা করেছে।

○ আল্ইয়াওমা নাখ্তিমু 'আলা আফ্ওয়া-হিহিম্ ওয়াতুকাল্লিমুনা আইদীহিম্ ওয়া তাশ্হাদু আর্জুলুহুম বিমা- কা-নূ ইয়াক্ছিবূন।

৬৬. আর যদি আমি ইচ্ছা করতাম তাদের দৃষ্টি শক্তিকে বিলুপ্ত করে দিতাম তখন তারা কিভাবে পথ দেখে চলতে পারত?

○ ওয়ালাও নাশাূউ লাতামাছনা-আলা আ'ইউনিহিম ফাছতাবাকুস্সিরা-তা ফাআন্না-ইউবসিরূন।

৬৭. এবং যদি আমি ইচ্ছা করতাম তাহলে তাদের (অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের) আকার আকৃতি স্ব-স্ব স্থানে পরিবর্তন করে দিতাম, ফলে তারা না সামনে চলার শক্তি পেত আর না পেছনে যেতে পারত।

○ ওয়ালাও নাশা~উ লামাছাখ্না-হুম্ 'আলা মাকা-নাতিহিম্ ফামাছ্তাতা-'উ মুদিইয়াওঁ ওয়ালা-ইয়ার্জি'উন।

৬৮. এবং যাকে আমি দীর্ঘ জীবন দান করি, তার গঠন-আকৃতিকে পরিবর্তন করে দিই। এরপরও কি তাদের বোধোদয় হবে না?

○ ওয়ামাং নু'আম্মির্হু নুনাক্কিছ্হু ফিল খাল্কি (৮) আফালা-ইয়া'কিলূন।

৬৯. এবং আমি তো তাঁকে (রাসূলকে) কবিতা শিক্ষা দিই না এবং তা তাঁর জন্যে শোভনীয়ও নয়, এটাতো এক উপদেশ ও সুস্পষ্ট বাণী মাত্র।

○ ওয়ামা-'আল্লাম্না-হুশ্শি'রা ওয়ামা- ইয়াম্বাগী লাহূ (৮) ইন্ হুওয়া ইল্লা- যিক্রুওঁ ওয়া কুর্আ-নুম মুবীন।

● ইখফাহ ● ঈদগাম ● ক্বালব ● ঈদগাম মীম সাকীন

وَ لَقَدۡ اَضَلَّ مِنۡكُمۡ جِبِلًّا كَثِيۡرًا ؕ اَفَلَمۡ تَكُوۡنُوۡا تَعۡقِلُوۡنَ ﴿٦٢﴾

هٰذِهٖ جَهَنَّمُ الَّتِىۡ كُنۡتُمۡ تُوۡعَدُوۡنَ ﴿٦٣﴾

اِصۡلَوۡهَا الۡيَوۡمَ بِمَا كُنۡتُمۡ تَكۡفُرُوۡنَ ﴿٦٤﴾

اَلۡيَوۡمَ نَخۡتِمُ عَلٰٓى اَفۡوَاهِهِمۡ وَ تُكَلِّمُنَاۤ اَيۡدِيۡهِمۡ وَ تَشۡهَدُ اَرۡجُلُهُمۡ بِمَا كَانُوۡا يَكۡسِبُوۡنَ ﴿٦٥﴾

وَ لَوۡ نَشَآءُ لَطَمَسۡنَا عَلٰٓى اَعۡيُنِهِمۡ فَاسۡتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَاَنّٰى يُبۡصِرُوۡنَ ﴿٦٦﴾

وَ لَوۡ نَشَآءُ لَمَسَخۡنٰهُمۡ عَلٰى مَكَانَتِهِمۡ فَمَا اسۡتَطَاعُوۡا مُضِيًّا وَّ لَا يَرۡجِعُوۡنَ ﴿٦٧﴾

وَ مَنۡ نُّعَمِّرۡهُ نُنَكِّسۡهُ فِى الۡخَلۡقِ ؕ اَفَلَا يَعۡقِلُوۡنَ ﴿٦٨﴾

وَ مَا عَلَّمۡنٰهُ الشِّعۡرَ وَ مَا يَنۡۢبَغِىۡ لَهٗ ؕ اِنۡ هُوَ اِلَّا ذِكۡرٌ وَّ قُرۡاٰنٌ مُّبِيۡنٌ ۙ﴿٦٩﴾

اَفَلَمْ	كَثِيْرًا ؕ	جِبِلًّا	مِنْكُمْ	اَضَلَّ	وَلَقَدْ
ছিলনা কি	অনেক	দলকে	তোমাদের মধ্যে	পথভ্রষ্ট	এবং করেছে/ করে ফেলেছে

الَّتِيْ	جَهَنَّمُ	هٰذِهٖ	٦٢	تَعْقِلُوْنَ	تَكُوْنُوْا
যার	দোযখ	এই সেই	৬২	জ্ঞান বুদ্ধি	তোমাদের

بِمَا	الْيَوْمَ	اِصْلَوْهَا	٦٣	تُوْعَدُوْنَ	كُنْتُمْ
যাকে	আজকের দিনে	প্রবেশ কর/ ভোগ কর উহাতে	৬৩	ওয়াদা/ প্রতিশ্রুতি	তোমাদেরকে

عَلٰى	نَخْتِمُ	اَلْيَوْمَ	٦٤	تَكْفُرُوْنَ	كُنْتُمْ
উপরে	সিল/বন্ধ করে দেব	এই দিনে	৬৪	অবিশ্বাস করেছ	তোমরা

اَرْجُلُهُمْ	وَتَشْهَدُ	اَيْدِيْهِمْ	وَتُكَلِّمُنَآ	اَفْوَاهِهِمْ
তাদের পা	এবং সাক্ষী দেবে/বলে দেবে	তাদের হাত	এবং আমার সাথে কথা বলবে	তাদের মুখে

نَشَآءُ	وَلَوْ	٦٥	يَكْسِبُوْنَ	كَانُوْا	بِمَا
আমি ইচ্ছা করতাম/করি	এবং যদি	৬৫	কৃতকর্ম/অর্জন	করেছে	যেসব

فَاسْتَبَقُوا	اَعْيُنِهِمْ	عَلٰى	لَطَمَسْنَا
দৌড়াতে/চলতে চাইলে	তাদের দৃষ্টি শক্তি	উপরে	বিলুপ্ত করে দিতাম

نَشَآءُ	وَلَوْ	٦٦	يُبْصِرُوْنَ	فَاَنّٰى	الصِّرَاطَ
আমি ইচ্ছা করতাম	এবং যদি	৬৬	তারা দেখতে পেত	তখন কেমন করে	পথে

اسْتَطَاعُوْا	فَمَا	مَكَانَتِهِمْ	عَلٰى	لَمَسَخْنٰهُمْ
শক্তি পেত না	ফলে তারা	অবস্থানে/স্ব-স্ব স্থানে	তাদের উপরে	অবশ্যই আকৃতির বিকৃতি ঘটাতাম

وَمَنْ	٦٧	يَرْجِعُوْنَ	وَّلَا	مُضِيًّا
এবং যাকে	৬৭	পেছনে/ফিরে যেতে	এবং না	সামনে যেতে/অগ্রসর হতে

اَفَلَا	الْخَلْقِ ؕ	فِى	نُنَكِّسْهُ	نُّعَمِّرْهُ
এর পরেও কি না	আকার-আকৃতি/গঠন/চেহারা	মধ্যে	আমি ফিরিয়ে দিই/উল্টিয়ে দিই	দীর্ঘ জীবন দিই

وَمَا	الشِّعْرَ	عَلَّمْنٰهُ	وَمَا	٦٨	يَعْقِلُوْنَ
এবং নয়	কবিতা	তাঁকে শিক্ষা দিই	এবং না	৬৮	তারা বুঝে

وَّقُرْاٰنٌ	ذِكْرٌ	اِلَّا	اِنْ هُوَ	لَهٗ ؕ	يَنْۢبَغِىْ
এবং কুরআন/বাণী	উপদেশ	মাত্র	এটা তো	তার জন্যে	শোভনীয়/উপযুক্ত

٦٩	مُّبِيْنٌ
৬৯	প্রকাশ্য/সুস্পষ্ট

৭০. যারা জীবিত (বুদ্ধিমান) তাদেরকে সতর্ক করার জন্যে, আর কাফেরদের বিরুদ্ধে (আমার) কথা/অভিযোগ যেন সত্য হয়। ○ লিইউংযিরা মাং কা-না হাইয়াওঁ ওয়া ইয়াহিক্কাল্ কাওলু 'আলাল্ কা-ফিরীন।

৭১. তারা কি দেখে না আমি তাদের জন্য নিজ হাতে চতুস্পদ জন্তু সৃষ্টি করেছি, অতঃপর তারাই এখন এগুলোর মালিক হয়েছে? ○ আওয়ালাম্ ইয়ারাও আন্না-খালাকনা- লাহুম মিম্মা- 'আমিলাত আইদীনা আন'আ-মাং ফাহুম্ লাহা- মা-লিকূন।

৭২. আর আমি এগুলোকে তাদের জন্যে বশ করে দিয়েছি যার ফলে এদের কোন কোনটি তাদের বাহন (হিসাবে কাজ করে) আর কোন কোনটি তারা (খাদ্য হিসাবে) ভক্ষণ করে। ○ ওয়া যাল্লাল্না-হা- লাহুম্ ফামিন্হা- রাকূবুহুম্ ওয়া মিন্হা- ইয়া'কুলূন।

৭৩. তাদের জন্যে এসবের মধ্যে আছে আরও অনেক উপকারীতা ও পানীয়। এরপরও কি তারা কৃতজ্ঞতা জানাবে না? ○ ওয়া লাহুম্ ফীহা- মানা-ফি'উ ওয়া মাশা-রিবু (ط) আফালা- ইয়াশকুরূন।

৭৪. এবং সাহায্য পাওয়ার আশায় আল্লাহর পরিবর্তে তারা অন্যকে উপাস্যরূপে গ্রহণকরে। ○ ওয়াত্তাখাযূ মিং দূনিল্লা-হি আ-লিহাতাল লা'আল্লাহুম্ ইউংসারূন।

৭৫. তাদেরকে সাহায্য করার কোন ক্ষমতাই (এদের) নেই বরং সেগুলি তাদের শত্রু (হিসাবে) উপস্থিত হবে। ○ লা-ইয়াছ্তাতী'ঊনা নাসরাহুম্ (৪) ওয়াহুম্ লাহুম জুংদুম মুহদারূন।

৭৬. সুতরাং তাদের কথাবার্তা যেন আপনাকে দুঃখিত না করে, নিশ্চয় আমি তারা যা গোপন করে এবং যা প্রকাশ করে তা সব জানি। ○ ফালা-ইয়াহঝুংকা কাওলুহুম্ (م)। ইন্না-না'লামু মা-ইউছিররূনা ওয়ামা-ইউ'লিনূন।

৭৭. মানুষ কি দেখে না যে, আমি তাকে সৃষ্টি করেছি বীর্য থেকে? তারপর সে প্রকাশ্য তর্ক-বিতর্ককারী হয়ে গেল। ○ আওয়ালাম্ ইয়ারাল্ ইংছা-নু আন্না- খালাকনা-হু মিং নুতফাতিং ফাইযা-হুওয়া খাসীমুম মুবীন।

● ইখফাহ ● ঈদগাম ● ক্বালব ● ঈদগাম মীম সাকীন

لِّيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَّيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ﴿٧٠﴾

اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِّمَّا عَمِلَتْ اَيْدِيْنَآ اَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا
مٰلِكُوْنَ ﴿٧١﴾

وَذَلَّلْنٰهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوْبُهُمْ وَمِنْهَا يَاْكُلُوْنَ ﴿٧٢﴾

وَلَهُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ ؕ اَفَلَا يَشْكُرُوْنَ ﴿٧٣﴾

وَاتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اٰلِهَةً لَّعَلَّهُمْ يُنْصَرُوْنَ ﴿٧٤﴾ ؕ

لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ نَصْرَهُمْ ۙ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُّحْضَرُوْنَ ﴿٧٥﴾

فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ ۘ اِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّوْنَ وَمَا يُعْلِنُوْنَ ﴿٧٦﴾

اَوَلَمْ يَرَ الْاِنْسَانُ اَنَّا خَلَقْنٰهُ مِنْ نُّطْفَةٍ فَاِذَا هُوَ خَصِيْمٌ
مُّبِيْنٌ ﴿٧٧﴾

● গুন্না ● ক্বলক্বলাহ ● ইখফাহ মীম সাকীন

الْقَوْلُ	وَّيَحِقَّ	حَيًّا	كَانَ	مَنْ	لِّيُنْذِرَ
অভিযোগ/ ঘোষণা	এবং সত্য হয়	জীবিত/ বুদ্ধিমান	হল	যে/যারা	সতর্ক করার জন্যে

اَنَّا	يَرَوْا	اَوَلَمْ	٧٠	الْكٰفِرِيْنَ	عَلَى
নিশ্চয় আমি/ কিভাবে	তারা দেখে	নাকি	৭০	অবিশ্বাসীদের/ কাফেরদের	ব্যাপারে/ বিরুদ্ধে/ উপরে

فَهُمْ	اَنْعَامًا	اَيْدِيْنَآ	عَمِلَتْ	مِّمَّا	لَهُمْ	خَلَقْنَا
অতঃপর তারাই	চতুস্পদ জন্তু	আমার স্বহস্তে/ নিজ হাতে	বানানো	দ্বারা	তাদের জন্যে	সৃষ্টি করেছি

فَمِنْهَا	لَهُمْ	وَذَلَّلْنٰهَا	٧١	مٰلِكُوْنَ	لَهَا
ফলে এগুলো	তাদের জন্যে	এবং সেগুলিকে বাধ্য/বশ করেছি	৭১	মালিক হয়েছে	এসবের

فِيْهَا	وَلَهُمْ	٧٢	يَاْكُلُوْنَ	وَمِنْهَا	رَكُوْبُهُمْ
এসবের মধ্যে আছে	এবং তাদের জন্যে	৭২	তারা ভক্ষণ করে	এবং এগুলোর কোন কোনটি	তাদের বাহন

٧٣	يَشْكُرُوْنَ	اَفَلَا	وَمَشَارِبُ ؕ	مَنَافِعُ
৭৩	তারা শুকরিয়া/ কৃতজ্ঞতা জানায়	তবুও/এরপরেও কি না	এবং পানীয়	উপকারীতা

اٰلِهَةً	مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ	وَاتَّخَذُوْا
উপাস্যরূপে	আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যকে	এবং গ্রহণ করে/বানায়/মানে

نَصْرَهُمْ	يَسْتَطِيْعُوْنَ	لَا	٧٤	يُنْصَرُوْنَ	لَعَلَّهُمْ
তাদের সাহায্য করতে	ক্ষমতা/ সক্ষম	না	৭৪	সাহায্য পায়	যাতে তারা

٧٥	مُّحْضَرُوْنَ	جُنْدٌ	لَهُمْ	وَهُمْ
৭৫	উপস্থিত হবে/উপস্থাপিত হবে	শত্রু	তাদের জন্যে	এবং তারা/ সেগুলি

نَعْلَمُ	اِنَّا	قَوْلُهُمْ	يَحْزُنْكَ	فَلَا
আমি জানি	নিশ্চয়	তাদের কথাবার্তা/ গালিগালাজ/ সমালোচনা	আপনাকে দুঃখিত করে	সুতরাং না

اَوَلَمْ	٧٦	يُعْلِنُوْنَ	وَمَا	يُسِرُّوْنَ	مَا
কি না	৭৬	তারা প্রকাশ করে	এবং যা	তারা গোপন করে	যা

مِنْ	خَلَقْنٰهُ	اَنَّا	الْاِنْسَانُ	يَرَ
থেকে	তাকে সৃষ্টি করেছি	নিশ্চয় আমি	মানুষ	তারা দেখে

٧٧	مُّبِيْنٌ	خَصِيْمٌ	هُوَ	فَاِذَا	نُّطْفَةٍ
৭৭	প্রকাশ্য/সুস্পষ্ট	তর্ক-বিতর্ককারী	সে	পরে হয়ে গেল	বীর্য/শুক্র

৭৮. এবং সে আমার ব্যাপারে উপমা দেয় আর তার সৃষ্টির কথা ভুলে যায়। সে বলে পঁচা-গলা অস্থিসমূহ থেকে কে (আমাকে) জীবিত করবে?

○ ওয়া দারাবা লানা-মাছালাওঁ ওয়া নাছিয়া খালক্বাহূ (ط) ক্বা-লা মাইঁ ইউহয়িল্ 'ইজা-মা ওয়া হিয়া রামীম।

৭৯. বলুন তিনিই এগুলিকে জীবিত করবেন যিনি প্রথমবার সেগুলোকে সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি সবকিছুর সৃষ্টি সম্পর্কে সম্যক অবগত।

○ কুল্ ইউহয়ী হাল্লাযী আংশাআহা আওওয়ালা মার্‌রাতিওঁ (ط) ওয়া হুয়া বিকুল্লি খাল্‌কিন্ 'আলীমু।

৮০. যিনি তোমাদের জন্যে সবুজ বৃক্ষের মধ্যে আগুনের ব্যবস্থা করেছেন আর সেজন্যেই তা থেকে তোমরা জ্বালানী পাও।

○ আল্লাযী জা'আলা লাকুম্ মিনাশ্‌শাজারিল্ আখ্‌দারি না-রাং ফাইযা- আংতুম্ মিনহু তূক্বিদূন।

৮১. যিনি সৃষ্টি করেছেন নভোমন্ডল ও ভূমন্ডল (প্রথমবার) তিনি কি আবারও এগুলোর মত সৃষ্টি করতে সক্ষম নন? অবশ্যই, আর তিনি হলেন মহাস্রষ্টা সর্বজ্ঞ।

○ আওয়া লাইছাল্লাযী খালাক্বাছ্‌ছামা-ওয়াতি ওয়াল্ আরদা বিক্বা-দিরিন্ 'আলা আইঁ ইয়াখ্‌লুক্বা মিছ্‌লাহুম্ (ط) বালা- (ق) ওয়া হুওয়াল খাল্লা-কুল 'আলীম।

৮২. নিশ্চয় তিনি যখন কোন কিছু করতে ইচ্ছা করেন, তখন তাকে কেবল বলেন হও আর তখনই তা হয়ে যায়।

○ ইন্নামা আমরুহূ ইযা আরা-দা শাইআং আইঁ ইয়াকূলা লাহূ কুং ফাইয়াকূন।

৮৩. সুতরাং পবিত্রতা তাঁর যাঁর হাতে সব কিছুর মালিকানা, আর তাঁর কাছেই তোমরা ফিরে যাবে।

○ ফাছুব্‌হা-নাল্লাযী বিয়াদিহী মালাকূতু কুল্লি শাইয়িওঁ ওয়া ইলাইহি তুর্‌জা'উন।

● ইখফাহ ● ঈদগাম ● ক্বালব ● ঈদগাম মীম সাকীন

وَ ضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَّ نَسِيَ خَلْقَهٗ ؕ قَالَ مَنْ يُّحْيِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيْمٌ ﴿٧٨﴾

قُلْ يُحْيِيْهَا الَّذِيْٓ اَنْشَاَهَآ اَوَّلَ مَرَّةٍ ؕ وَ هُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيْمُۨ ﴿٧٩﴾ۙ

الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الشَّجَرِ الْاَخْضَرِ نَارًا فَاِذَآ اَنْتُمْ مِّنْهُ تُوْقِدُوْنَ ﴿٨٠﴾

اَوَ لَيْسَ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ بِقٰدِرٍ عَلٰٓى اَنْ يَّخْلُقَ مِثْلَهُمْ ؕؔ بَلٰى ۗ وَهُوَ الْخَلّٰقُ الْعَلِيْمُ ﴿٨١﴾

اِنَّمَآ اَمْرُهٗٓ اِذَآ اَرَادَ شَيْـًٔا اَنْ يَّقُوْلَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ﴿٨٢﴾

فَسُبْحٰنَ الَّذِيْ بِيَدِهٖ مَلَكُوْتُ كُلِّ شَيْءٍ وَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴿٨٣﴾ع

● গুন্না ● ক্বলক্বলাহ ● ইখফাহ মীম সাকীন

وَّنَسِىَ	مَثَلًا	لَنَا	وَضَرَبَ
এবং ভুলে যায়	উপমা/ উদাহরণ	আমার জন্যে/ ব্যাপারে	এবং বর্ণনা করে/ বানিয়ে বলে

الْعِظَامَ	يُّحْيِ	مَنْ	قَالَ	خَلْقَهٗ ط
অস্থি সমূহকে	জীবিত করবে আমাকে	কিভাবে	সে বলে	তার সৃষ্টি রহস্য/সৃষ্টির ব্যাপারে

الَّذِىْٓ	يُحْيِيْهَا	قُلْ	٧٨	رَمِيْمٌ	وَّهِىَ
যিনি	তিনি উহাকে জীবিত করবেন	বলুন	৭৮	পঁচে গলে যাবে	এবং সেটা

بِكُلِّ	وَهُوَ	مَرَّةٍ ط	اَوَّلَ	اَنْشَاَهَآ
সকল ব্যাপারে /বিষয়ে/সবকিছুর সম্পর্কে	এবং তিনি	অবস্থায়/ সময়ে	প্রথম	সৃষ্টি করেছেন উহাকে

مِّنَ	لَكُمْ	جَعَلَ	الَّذِىْ	٧٩ لا	عَلِيْمٌ	خَلْقٍ
থেকে	তোমাদের জন্যে	ব্যবস্থা করেছেন	যিনি	৭৯	অবগত	সৃষ্টি

مِّنْهُ	اَنْتُمْ	فَاِذَآ	نَارًا	الْاَخْضَرِ	الشَّجَرِ
তা থেকে	তোমরা	আর সেজন্যেই	আগুন/ জ্বালানী	সবুজ	বৃক্ষ

خَلَقَ	الَّذِىْ	اَوَلَيْسَ	۝٨٠	تُوْقِدُوْنَ
সৃষ্টি করেছেন	যিনি	তিনি কি সক্ষম নন	৮০	আগুন জ্বালাও/জ্বালানী পাও

يَّخْلُقَ	اَنْ	عَلٰٓى	بِقٰدِرٍ	وَالْاَرْضَ	السَّمٰوٰتِ
সৃষ্টি করতে	যে	ব্যাপারে	শক্তিশালী	এবং পৃথিবী/ ভূমন্ডল	আকাশমন্ডল/ নভোমন্ডল

۝٨١	الْعَلِيْمُ	الْخَلّٰقُ	وَهُوَ	بَلٰى ۚ	مِثْلَهُمْ ؕ
৮১	সর্বজ্ঞ	মহাস্রষ্টা	এবং তিনি	অবশ্যই/হাঁ	উহার অনুরূপ

اَنْ	شَيْـًٔا	اَرَادَ	اِذَآ	اَمْرُهٗٓ	اِنَّمَآ
যে/ তখন	কোন কিছু	ইচ্ছা করেন	যে/যখন	তিনি নির্দেশ দেন/তিনি কোন কিছু করতে	নিশ্চয়

فَسُبْحٰنَ	۝٨٢	فَيَكُوْنُ	كُنْ	لَهٗ	يَّقُوْلَ
সুতরাং পবিত্র	৮২	তখন সে হয়ে যায়	হও	তাকে	বলেন

وَّاِلَيْهِ	شَىْءٍ	كُلِّ	مَلَكُوْتُ	بِيَدِهٖ	الَّذِىْ
আর তাঁর দিকে/কাছে	কিছুর	সব	রাজত্ব/ মালিকানা/ অধিকার	তাঁর হাতে	যিনি

۝٨٣	تُرْجَعُوْنَ
৮৩	তোমরা ফিরে যাবে

তাজবীদ এর বিবরণ

ইখফা

নিম্নোক্ত অক্ষরগুলির যে কোন একটি যদি নুন সাকিন (نْ) অথবা তানভীন (ـً ـٍ ـٌ) এর পরে আসে তাহলে ঐ অক্ষরটিকে গোপন করে, অস্পষ্ট স্বরে গুন্না করে পড়তে হবে।

ت ث ج د ذ ز س ش ص ض ط ظ ف ق ك

ইদগাম

ইদগাম অর্থ দুটি শব্দকে মিলিয়ে পড়া। নিম্নোক্ত অক্ষরগুলির যে কোন একটি যদি নূন সাকিন (نْ) বা তানভীনের (ـً ـٍ ـٌ) পরে আসে তাহলে মিলিয়ে পড়তে হয়। কিন্তু এই (ی م و ن) চারটি অক্ষরের ক্ষেত্রে গুন্নাসহ মিলিয়ে পড়তে হবে।

ی ر م ل و ن

ক্বালব

নূন সাকিন (نْ) বা তানভীন (ـً ـٍ ـٌ) এর পরে যদি বা (ب) হরফটি আসে, তাহলে ঐ নূন সাকিন (نْ) বা তানভীন (ـً ـٍ ـٌ) কে মীম (م) দ্বারা পরিবর্তন করে গুন্নাসহ পড়তে হবে।

ইদগাম মীম সাকিন

মীম সাকিনের (مْ) পরে যদি অন্য একটি তাশদীদযুক্ত মীম (مّ) আসে তখন মীম দুইটিকে মিলিয়ে গুন্নাহসহ পড়তে হবে।

গুন্না

(مّ) এবং (نّ) অক্ষরগুলি যদি একক কোন শব্দে তাশদীদযুক্ত হয়, তখন তা উচ্চারণের ক্ষেত্রে নাকের মধ্যে চন্দ্রবিন্দুর আওয়াজে বা গুন্না করে পড়তে হয়। এ ধরনের গুন্না ওয়াজিব।

ক্বলক্বলা

নিম্নোক্ত অক্ষরগুলির যে কোন একটি যদি শব্দের মধ্যে সাকিন (ـْ) বিশিষ্ট হয় অথবা বাক্যের শেষে অক্ষরগুলিতে বিরতি দেওয়া হয় তখন প্রতিধ্বনি অথবা একটা বিশেষ ভঙ্গি যেমন কোন বস্তু যখন নিচে পড়ে আবার উপরের দিকে ধাবিত হয় তখন যে আওয়াজটা হয়, তার মত উচ্চারণে পড়তে হবে।

ب ج د ط ق

ইখফা মীম সাকিন

মীম সাকিনের পরে যদি বা (ب) অক্ষর আসে তখন মীম অক্ষরটিকে গুন্নাসহ পড়তে হবে।

আমাদের প্রকাশনা:

নামায শিক্ষা সহায়িকা
নামাযে ব্যবহৃত কতিপয় সুরা, দুআ এবং তাসবীহ

শব্দার্থ-৩
সুরা নাবা থেকে সুরা লাইল
সুরা আলাক ও সুরা বাইয়্যিনাহ

শব্দার্থ-৪
সুরা আত তওবা

রমযান নির্দেশিকা

রাব্বানা রাব্বি
কুরআন থেকে সংগৃহীত কতিপয় দু'আ

যিকর
সালাত শেষে, সকাল ও সন্ধ্যায়, ঘুমনোর পূর্বে এবং প্রাত্যহিক মাসনুন যিকর

কুরআন শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
QURAN TEACHING RESEARCH AND TRAINING CENTER
কুরআনের আলোকে জীবনকে আলোকিত করার প্রতিষ্ঠান